দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 19 JAN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ...

হলগুলো ফাঁকা ॥ শিক্ষকরা আতঙ্কে

ছাত্র নামধারী চিহ্নিত কিছু মাস্তানের হাতে জিম্মি হয়ে আছে শেকৃবি

॥ মনির হায়দার ॥

অনেকটা নিরবেই গত তিন সপ্তাহ যাবৎ প্রায় অচল হয়ে আছে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এখানকার শিক্ষার্থী হলগুলো এখন প্রায় ফাঁকা। প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও ঠিকমতো অফিস করছেন না। শিক্ষকদের অনেকেই আছেন আতঙ্কে। ফলে আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা ছাড়াই গত তিন সপ্তাহ ধরে ক্লাস ও পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষা গ্রহণ স্থগিত রয়েছে। এ পরিস্থিতির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষও পরিষ্কার করে কিছু বলছে না। উপাচার্যসহ দায়িত্বশীল কর্তাব্যক্তিরা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

রাজধানীর শেরে বাংলানগর এলাকায় অর্ধশতাব্দিরও বেশি সময়ের পুরনো কৃষি কলেজটিকে (শেরেবাংলা কৃষি কলেজ) ২০০১ সালে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দেয় তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার। রূপান্তরের পর এর নামকরণ করা হয় শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (শেকৃবি)। তবে বিশ্ববিদ্যালয়টির যাত্রা শুরুর পরপরই রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয় আওয়ামী লীগ সরকার। এরপর চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় এসে বিএনপির কট্টর অনুগত কৃষিবিদ ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এ এম ফারুককে শেকৃবির উপাচার্য নিয়োগ করে। তিনি টানা ছয় বছরেরও বেশি সময় এই পদে আসীন ছিলেন। অভিযোগ আছে যে, উপাচার্য হিসাবে (১৫শ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্র নামধারী চিহ্নিত কিছু (শেষ পৃঃ পর)

দায়িত্ব পালনকালে ড. ফারুক নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির পরিবর্তে কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও ছাত্র নামধারী কতিপয় সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজকে প্রশ্রয় দেয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে অধঃপতনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে দেন। এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে বছরখানেক আগে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাকে সরিয়ে শেকৃবির অধ্যাপক শাহ-ই আলমকে নতুন উপাচার্য নিয়োগ করে। তিনি এখনো এই পদে বহাল আছেন।

বর্তমানে শেকৃবিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ৪০০ জন। অবশ্য নতুন সেশনে আরও ৩৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। আজ রবিবার তাদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হবার কথা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের দুটি ফ্যাকাল্টিতে শিক্ষক সংখ্যা ১২৮। এছাড়া শেকৃবি প্রশাসনে প্রায় ১ শ' কর্মকর্তা এবং প্রায় সাড়ে ৪শ' কর্মচারী রয়েছে। রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে বিশাল জায়গাজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির অবস্থান হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এখানে শিক্ষার সুষ্ঠু কোনো পরিবেশ তৈরি হয়নি। মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীরা শেকৃবিতে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই নানামুখী বৈরি পরিবেশ তাদের হতাশ করে তোলে। ছাত্র নামধারী চিহ্নিত কিছু মাস্তানের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়টি রীতিমতো জিম্মি হয়ে আছে বলে জানিয়েছেন এখানকার কয়েকজন শিক্ষক। এই প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ বা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কোনো কমিটি নেই। অথচ এই দুটি ছাত্র সংগঠনের ব্যানারেই চলে সব রকম নৈরাজ্য। বিগত সরকারের আমলে যারা ছাত্রদলের নামে তাণ্ডব চালাতো তারাই এখন সক্রিয় হয়েছে ছাত্রলীগের নামে।

তারা জানান, গত ২৪ ডিসেম্বর শেষ হয়েছে শেকৃবির শীতকালীন ছুটি। স্বাভাবিক নিয়মে ছুটির পর ২৫ ডিসেম্বর থেকে নিয়মিত ক্লাস চালু হওয়ার কথা। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ছুটি শেষ হওয়ার পর গত তিন সপ্তাহেও বিশ্ববিদ্যালয়টিতে নিয়মিত ক্লাস চালু হয়নি। এমনকি এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনো ঘোষণাও দেয়া হচ্ছে না। ফলে এক ধরনের অদ্ভুত পরিস্থিতি বিরাজ করছে শেকৃবিতে।

একজন শিক্ষক জানান, ২৫ ডিসেম্বর শেকৃবি খোলার দিন কতিপয় চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ নিজেদের ছাত্রলীগের কর্মী পরিচয় দিয়ে মোটা বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে চরম ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। তাদের হুমকির মুখে তিনটি ছাত্র হলের অধিকাংশ শিক্ষার্থী হল ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। ফলে নিয়মিত ক্লাস শুরু করা যায়নি। ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনের পর ৩০ ডিসেম্বর সকালে সেই চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে এসে বেশ কিছু কর্মকর্তাকে জোরপূর্বক অফিস ত্যাগে বাধ্য করে এবং অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেয়। তিনটি ছাত্র হলের অনেকগুলো কক্ষে চালানো হয় বেপরোয়া লুটপাট। বেশ কিছু ছাত্রকে পিটিয়ে কক্ষ থেকে বের করে দেয়া হয়। বেশ কয়েকজন শিক্ষককে টেলিফোনে হুমকি দেয়া হয়েছে। কারো কারো কাছে দাবি করা হয়েছে মোটা অংকের চাঁদা। সার্বিকভাবে শেকৃবিতে এখন এমন আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে যে, নিয়মিত ক্লাস বা পরীক্ষা নেয়া দূরের কথা, মুখ খুলে কেউ কিছু বলারও সাহস পাচ্ছেন না। উপাচার্য শাহ-ই আলম গত বৃহস্পতিবার একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরী বৈঠক ডেকে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের জন্য একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছেন। তবে এই কমিটির কার্যক্রমে এখনো কোনো অগ্রগতি নেই।

শেকৃবির বিদ্যমান পরিস্থিতির ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক শাহ-ই আলমের বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, শীতকালীন ছুটির পর নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা চালু করা হলেও উপস্থিতি কম। সেই কারণে একটি পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো উপস্থিত হচ্ছে না। এছাড়া কর্মকর্তাদের কেউ কেউ অফিসে থাকছেন না। অবশ্য তাদেরকে আমি বলেছি যে, আপনারা অফিসে আসুন, কোনো সমস্যা নেই। উপাচার্য স্বীকার করেন যে, হাতেগোনা কয়েকজন দুর্বৃত্তের কারণে সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

বিষয়টির প্রতি ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের কোনো বৈধ কমিটি নেই। সেখানে ছাত্রলীগের নামে কেউ অন্যায় তৎপরতা চালিয়ে থাকলে তা কঠোরভাবে দমন করার জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে অনুরোধ জানাই।

এ ব্যাপারে তেজগাঁও থানার ওসি লুৎফর রহমানের বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, শেকৃবিতে এ ধরনের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের কাছে কেউ কোনো অভিযোগ করেনি। তবে ক'দিন আগে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুটি গ্রুপ পরস্পরের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছিল। কিন্তু পরে তারা নিজেরাই সেই বিরোধ মীমাংসা করে ফেলেছে। যদিও থানায় জমা দেয়া অভিযোগ এখনো তারা প্রত্যাহার করেনি।